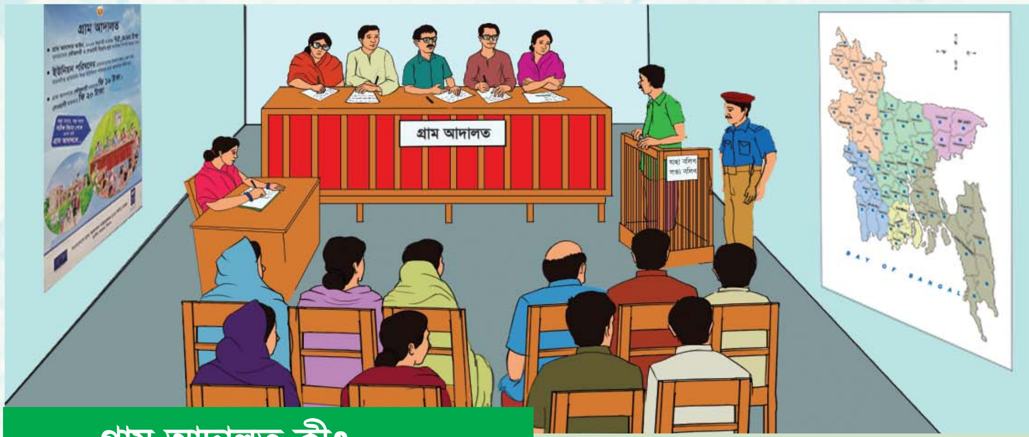

গ্রাম আদালত

গ্রামের বিরোধ, গ্রামেই নিষ্পত্তি করি

গ্রাম আদালত কী?

- গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ অনুযায়ী ছোট-খাটো ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিরোধ স্থানীয়ভাবে মীমাংসার জন্য **ইউনিয়ন পরিষদে** গ্রাম আদালত গঠিত হয়
- গ্রাম আদালত সর্বোচ্চ **৭৫,০০০ টাকা** মূল্যমানের **ফৌজদারী ও দেওয়ানী** বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে
- যে ইউনিয়নে বিরোধ সৃষ্টি হয় সে ইউনিয়নেই গ্রাম আদালত গঠিত হয়
- গ্রাম আদালতে আইনজীবী নিয়োগের বিধান নেই।

কেন আমরা গ্রাম আদালতে যাবো?

- গ্রাম আদালতে **অল্প খরচে, স্বল্প সময়ে** এবং **অতি সহজে** বিরোধ ও বিবাদ নিষ্পত্তির সুযোগ রয়েছে
- প্রতিনিধি মনোনয়নে **আবেদনকারী** ও **প্রতিবাদী** সমান সুযোগ পায়
- পক্ষগণ **নিজের কথা নিজে বলতে পারে,** আইনজীবীর দরকার হয় না
- গ্রাম আদালতে সমঝোতার ভিত্তিতে বিরোধ নিষ্পত্তি হয়, **এক বিরোধ থেকে অন্য বিরোধ** সৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকে
- পক্ষদ্বয়ের মধ্যে **সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের** চেষ্টা করা হয়।

ইউনিয়ন পরিষদ
গ্রাম আদালত

গ্রাম আদালত কী কী ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে?

- চুরি
- ঝগড়া-বিবাদ
- কলহ বা মারামারি
- দাঙ্গা
- প্রতারণা
- ভয়ভীতি দেখানো বা হুমকি দেয়া
- কোনো নারীর শালীনতাকে অমর্যাদা বা অপমানের উদ্দেশ্যে কথা বলা, অঙ্গভঙ্গি করা বা অন্য কোনো কাজ করা
- গচ্ছিত কোনো মূল্যবান সম্পত্তি আত্মসাৎ করা
- পাওনা টাকা আদায় সংক্রান্ত
- স্থাবর সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত
- অস্থাবর সম্পত্তি উদ্ধার বা তার মূল্য আদায় সংক্রান্ত
- কোনো অস্থাবর সম্পত্তির জবর দখল বা ক্ষতি করার জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় সংক্রান্ত
- গবাদিপশুর অনধিকার প্রবেশের কারণে ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত
- গবাদিপশু মেরে ফেলা বা গবাদিপশুর ক্ষতি সংক্রান্ত
- কৃষি শ্রমিকদের পরিশোধযোগ্য মজুরি ও ক্ষতিপূরণ আদায় সংক্রান্ত ইত্যাদি।

European Union

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প
স্থানীয় সরকার বিভাগ

info.avcb@undp.org www.villagecourts.org www.facebook.com/villagecourts

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.

গ্রাম আদালত কোন বিরোধগুলো নিষ্পত্তি করতে পারে না?

- ধর্ষণ
- খুন
- অপহরণ
- ডাকাতি
- বহুবিবাহ
- তালাক
- ভরণ পোষণ
- অভিভাবকত্ব
- দেনমোহর
- দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধার
- যৌতুক
- নারী ও শিশু নির্যাতন
- কোনো ঘটনায় রক্তপাত ঘটে থাকলে
- স্থাবর সম্পত্তির স্বত্বাধিকার সংক্রান্ত
- ৭৫,০০০ টাকার অধিক মূল্যমানের যে কোনো বিরোধ।

গ্রাম আদালতে কীভাবে আবেদন দাখিল করতে হবে?

- আবেদনকারীকে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে **আবেদন ফরম** সংগ্রহ করে যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে
- আবেদনপত্র ইউনিয়ন পরিষদের **চেয়ারম্যান** বরাবর দাখিল করতে হবে
- আবেদনপত্র দাখিলের সময় **ফৌজদারী মামলার জন্য ১০ টাকা** এবং **দেওয়ানী মামলার জন্য ২০ টাকা** ফিস দিতে হবে এবং রসিদ সংগ্রহ করতে হবে
- ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে বিরোধ সংঘটিত হওয়ার **৩০ দিনের** মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে আবেদন করতে হবে
- দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে মামলার বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার **৬০ দিনের** মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করতে হবে; তবে স্থাবর সম্পত্তি বেদখল হওয়ার দিন থেকে ১ বছরের মধ্যে মামলা দায়ের করা যাবে।

গ্রাম আদালত কোন কোন ক্ষেত্রে এবং কত টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারে?

- **মিথ্যা মামলা দায়ের করলে:** গ্রাম আদালতে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হলে মিথ্যা মামলা দায়েরকারীকে **সর্বোচ্চ ৫,০০০ টাকা** পর্যন্ত জরিমানা করতে পারবে
- **সাক্ষী কর্তৃক সমন অমান্য করলে:** সাক্ষী কর্তৃক জারিকৃত সমন ইচ্ছা করে অমান্য করলে, গ্রাম আদালত ঐ সমন অমান্যকারী সাক্ষীকে **১,০০০ টাকা** পর্যন্ত জরিমানা করতে পারে
- **গ্রাম আদালত অবমাননা করলে:** কোনো ব্যক্তি যদি **গ্রাম আদালত** অবমাননা করে তাহলে গ্রাম আদালত **সর্বোচ্চ ১,০০০ টাকা** পর্যন্ত জরিমানা করতে পারে।

  নিম্নোক্ত বিষয়গুলো গ্রাম আদালত অবমাননার সামিল:
    - গ্রাম আদালত সম্পর্কে অশালীন কথা বলা বা হুমকি দেয়া
    - গ্রাম আদালতের কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা
    - গ্রাম আদালতের আদেশ সত্ত্বেও কোনো দলিল দাখিল বা অর্পণ বা হস্তান্তর করতে ব্যর্থ হওয়া
    - আদালতের কাছে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করা
    - গ্রাম আদালতের নির্দেশ মোতাবেক তার প্রদত্ত জবানবন্দিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করা

গ্রাম আদালত কীভাবে গ্রামের জনগণকে সহায়তা করতে পারে?

১. গ্রাম আদালত হলো স্থানীয় পর্যায়ে **বিরোধ বা বিবাদ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা** যা দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর (নারী, প্রতিবন্ধী, দলিত সম্প্রদায় ইত্যাদি) ন্যায্য বিচার লাভে সহায়তা করে

২. গ্রাম আদালতে সবাই **অল্প খরচে, স্বল্প সময়ে** এবং **অতি সহজে** প্রতিকার পায়

৩. গ্রাম আদালতে আবেদনপত্র দাখিলের ফিস ছাড়া অন্য কোনো খরচ নেই।